[১][৪০। **ন্যায় নির্ণয়নের ক্ষমতা**।— এই আইন বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধির অধীনে বাজেয়াপ্তকরণ এবং অর্থদন্ড [২][বা অর্থদণ্ড] আরোপকরণ সংক্রান্ত মামলাসমূহের ন্যায় নির্ণয়ন করা হইবে,—

(ক) আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে Customs Act, 1969 এর section 179 এর বিধান অনুযায়ী; এবং

(খ) পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে, মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত টেবিল অনুযায়ী-

টেবিল

ন্যায়-নির্ণয়নের ধরণ	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	ক্ষমতা
(অ) পণ্য বা সেবা বাজেয়াপ্তকরণ এবং কর ফাঁকি [৩][অথবা বাজেয়াপ্তকরণ বা কর ফাঁকি] সংশিষ্ট অর্থদন্ড আরোপ	কমিশনার	পণ্য মূল্য বা করযোগ্য সেবা মূল্য ১৫ (পনের) লক্ষ টাকার অধিক হইলে;
	অতিরিক্ত কমিশনার	পণ্য মূল্য বা করযোগ্য সেবা মূল্য অনধিক ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা হইলে;
	যুগ্ম কমিশনার	পণ্য মূল্য বা করযোগ্য সেবা মূল্য অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা হইলে;
	উপ-কমিশনার	পণ্য মূল্য বা করযোগ্য সেবা মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা হইলে;
	সহকারী কমিশনার	পণ্য মূল্য বা করযোগ্য সেবা মূল্য অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা হইলে;
	[৪][রাজস্ব কর্মকর্তা]	পণ্য মূল্য বা করযোগ্য সেবা মূল্য অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা হইলে;
(আ) দফা (অ) ব্যতীত অন্যান্য অর্থদন্ড আরোপ	বিভাগীয় কর্মকর্তা,	পর্ষদ ক্ষমতা

[*ব্যাখ্যা।*— এই টেবিলে বর্ণিত "পণ্য মূল্য বা করযোগ্য সেবা মূল্য" নির্ধারণের ক্ষেত্রে, আটককৃত পণ্য বা সেবা বহনকারী যানবাহনের মূল্য অন্তর্ভুক্ত হইবে না।]।

---

[১]। অর্থ অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৬৫ বলে ধারা ৪০ এর পরিবর্তে নতুন ধারা ৪০প্রতিস্থাপিত।

[২]। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৫৬(ক) বলে "বাজেয়াপ্তকরণ এবং অর্থদণ্ড" শব্দগুলির পর "বা অর্থদণ্ড" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

[৩]। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৫৬(খ) বলে "কর ফাঁকি" শব্দগুলির পর "অথবা বাজেয়াপ্তকরণ বা কর ফাঁকি" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

[৪]। অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৮৬ বলে "সুপারিনটেনডেন্ট" শব্দটির পরিবর্তে "রাজস্ব কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।